ভোরের কাগজ

APR 07 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... ৬

শিহাবকে অপহরণ করে টাকা আদায়ের বুদ্ধি দিয়েছিল রাজু

কাগজ প্রতিবেদক : স্কুল ছাত্র শিহাবকে অপহরণ করে টাকা আদায়ের বুদ্ধি রাজুই দিয়েছিল। অপহরণের পর হত্যার প্রায় দেড় মাস আগে সহজ উপায়ে মোটা অংকের টাকা আয়ের পথ নিয়ে অপহরণকারীদের আলোচনার এক পর্যায়ে রাজুই শিহাবের কথা বলেছিল। সূক্ষ্ম চিন্তায় তারা দেড় মাস ধরে পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনা ঘটায়। এদিকে শিহাব হত্যাকারী দলের প্রধান রাজুসহ ৩ জনকে পুলিশ এখনো খুঁজছে।

গত ৭ ফেব্রুয়ারি শিহাবকে অপহরণের পর পরই তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যার পর কেটে টুকরো টুকরো করা হয়। পরে লাশ বিভিন্ন স্থানে পুঁতে রাখে হত্যাকারীরা। এই ঘটনার ৫৩ দিন পর গত ১ এপ্রিল গোয়েন্দা পুলিশ ৬ জনকে গ্রেপ্তার এবং শিহাবের দেহের খণ্ডিত গলিত অংশ উদ্ধার করলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। গ্রেপ্তারকৃত ৪ জন বর্তমানে ৭ দিনের পুলিশ রিমান্ডে রয়েছে। রিমান্ডের ৪ দিন গতকাল অতিবাহিত হয়। গ্রেপ্তারকৃতদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ ইতিমধ্যে টোপ হিসেবে ব্যবহৃত সাইকেল, যে বালতি দিয়ে পানি এনে শিহাবের রক্ত ধোঁয়া হয়েছিল সেই বালতি, শিহাবের লাশ টিনের যে দরজা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল সেই টিনের দরজা, যে মই বেয়ে হত্যাকারীরা শিহাবের টুকরো অংশগুলো বিভিন্ন স্থানে ফেলে রেখেছিল সেই মইসহ বিভিন্ন আলামত উদ্ধার করেছে।

স্কুল ছাত্র শিহাব

গোয়েন্দা পুলিশ সূত্র জানায়, গ্রেপ্তারের পর রিমান্ডে থাকা ৪ জনের মধ্যে ৩ জন তাদের দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। এদের মধ্যে লিটন সরাসরি এবং দ্বিধাহীনভাবে সবকিছুই খোলাখুলি বলেছে। সূত্র জানায়, এই ঘটনার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লিটন সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল। লিটনই সাইকেল নিয়ে শিহাবদের বাসায় যেতো এবং শিহাবকে সাইকেলে চড়ানোর সুযোগ করে দিতো। দীর্ঘ প্রায় ৩ মাস সে এই কাজটি করার পর বিশ্বাস স্থাপন করে। এর পরেই অপহরণের ঘটনা ঘটায়। লিটন পুলিশকে বলেছে, ঘটনার প্রায় দেড় মাস আগে রাজুসহ কয়েকজন বসে বিদেশে যাওয়ার বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু বিদেশে যাওয়ার ব্যাপারে প্রচুর টাকা প্রয়োজন পড়বে বলে আলোচনায় তারা হতাশ হয়ে পড়ে। এ সময় কিভাবে সহজ উপায়ে প্রচুর টাকা আয় করা যায় এনিয়ে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা হয়। আলোচনার এক পর্যায়ে অপহরণের বিষয়টি স্থান পায়। লিটন জানায় অপহরণ নিয়ে আলোচনার ● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৫

শিহাবকে অপহরণ করে টাকা

● প্রথম পাতার পর

সময় হঠাৎ রাজু তার পুরোনো বাড়িওয়ালার ছেলে শিহাবের কথা বলে। রাজু তাদের বলেছে শিহাবকে আটকে রাখতে পারলেই তার বাবা টাকা দিয়ে দিবে। আলোচনায় শিহাবকে কৌশলে আপন করে নেওয়া এবং অপহরণ করার দায়িত্ব লিটনকেই দেওয়া হয়। আর সে অনুযায়ী সাইকেল কিনে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে শিহাবকে অপহরণের পর হত্যা করা হয়।

গোয়েন্দা পুলিশের তদন্ত কর্মকর্তা এডিসি রুহুল আমিন ভোরের কাগজকে বলেন, রাজু, রুবেল, সবুজকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারা অকপটে সব স্বীকার করেছে। মামলার তদন্তে কোনো ফাঁক যেন না থাকে সে অনুযায়ী কাজ করা হচ্ছে। এভাবে চললে এ মাসেই মামলার চার্জশিট দেওয়া সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।